COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক সম্প্রীতি

UNHCR The UN Refugee Agency

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৪টি ইউনিয়ন-রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইক্ষ্যং ও হ্নীলা এবং ৮টি ক্যাম্পে পরিচালিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কর্মসূচী প্রকল্পের কার্যক্রমের মাসিক বুলেটিন, আগস্ট ২০১৯ খ্রি:।

সাংবাদিক প্রশিক্ষণঃ রোহিঙ্গা সংকট ও প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সমাধান ভিত্তিক ইতিবাচক প্রতিবেদনের উপর গুরুত্বারোপ:

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোঃ আবুল কালাম বলেন,প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গা ইস্যুকে কোনভাবেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ থেকে হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না|

ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় এনজিও সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প'-এর উদ্যোগে কক্সবাজার সদর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় সাংবাদিকদের জন্য 'মানবাধিকার, শরণার্থী অধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কলাতলীতে হোটেল লাইট হাউজ ফ্যামিলি রিট্রিট-এ ৩ থেকে ৫ আগস্ট ২০১৯ ইং তারিখে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার, শরণার্থী অধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং জরুরী মানবিক সংকটে প্রতিবেদন প্রস্তুতেও সাংবাদিকদের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োযিত হয় এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কক্সবাজার সদর, টেকনাফ ও উখিয়ার ২৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন । এই প্রশিক্ষণের সমন্বয়ক ছিলেন, প্রকল্প সমন্বয়কারী **জাহাঙ্গীর আলম** এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন-**এ এইচ এম বজলুর রহমান**, সিইও, বিএনএনআরসি, **গওহর নাইম ওয়ারা**, মতামত সম্পাদকীয় লেখক প্রথম আলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এবং কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক **মো. মুজিবুল হক মুনির** ।

প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. মানবাধিকার ও শরণার্থী অধিকার বিষয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের বোঝাপড়া জোরদার করা।
২. বিভিন্ন মিডিয়াকে ব্যবহার করে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংবাদিকের সক্ষমতা বাড়ানো।
৩. বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত হওয়া নাগরিক, শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থাপনা এবং রোহিঙ্গা অগমণে স্থানীয়দের উপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংবাদিকের সক্ষমতা জোরদার করা।
৪. স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংবেদনশীলতা বাড়ানো।

তিন দিনব্যাপী সাংবাদিক প্রশিক্ষণে আলোচকবৃন্দ রোহিঙ্গা সঙ্কট ও প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সমাধান ভিত্তিক ইতিবাচক প্রতিবেদনের উপর জোর দিয়েছেন।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোঃ আবুল কালাম তিনদিনব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধন করে বলেন, সাংবাদিকরা ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রোহিঙ্গা ইস্যুকে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গা ইস্যুকে কোনভাবেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ থেকে হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। ধারাবাহিক রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে ইস্যুটিকে জিইয়ে রাখতে হবে যাতে করে সমস্যাটি সমাধানে আন্তর্জাতিক মহলকে কাছে পাওয়া যায়।

ইউএনএইচসিআর কক্সবাজার সাব অফিসের হেড অফ অপারেশনস, মারিন ডিন কাজডোমিকাজ বলেন, আমরা আপনাদের (সাংবাদিক) সাহায্য করতে এসেছি, আমরা কী করি, কিভাবে করি, আমরা কিভাবে আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি, আমরা কী করছি এবং আমাদের কী করা উচিত তা শেয়ার করতেই এখানে আসা। সাংবাদিকদের কাজটা মোটেই সহজ নয়, এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে সাংবাদিকরা শুরু থেকেই কাজ করছে দেখে আমি আনন্দিত। আমরা অপনাদের কাজে সহায়তা করতে করতে চাই যাতে আপনাদের কাজের সুবিধা হয়। পাশাপাশি আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদেরকে আরও দক্ষ হতে সহায়তা করে, এটা একটা ভালো দিক।

জাহেদ সারোয়ার, সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাংবাদিক ইউনিয়ন বলেন, প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো বেশি তথ্য ভিত্তিক হতে হবে। তথ্য উপাত্তভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।যেমন১ লক্ষ গাছ কাটা হয়েছে, হাতির অভয়াশ্রম ধ্বংস হয়েছে, রোহিঙ্গা সংশ্লিষ্ট ৩২৮ পুলিশ কেইস হয়েছে, এভাবে আরও স্পেসিফিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। রোহিঙ্গা ইস্যু স্থানীয় সাংবাদিকদের দক্ষতা তৈরি করছে এবং তাদের কাজকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে নিয়ে যাচ্ছে, তাই এটা আমাদের জন্য একটা সুযোগ। এটিকে কাজে লাগাতে হবে।

জিন্নাত শহিদ পিঙ্কি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, এনজিও সেল, কক্সবাজারের ডিসি অফিস বলেন, সাংবাদিক পেশায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রচুর। সাংবাদিকরা সর্বদা প্রয়োজনীয় তথ্য

ও নির্দেশনা প্রদান করে প্রশাসনকে সাহায্য করেন। এবং সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে আইপিসি প্রজেক্ট

আলি আছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ইন্টারেকটিভ সেসন চলাকালীন সময়ে

মানবাধিকার ও শরনাথী অধিকার প্রসার এবং শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউ.এন.এইস.সি.আর এর সহোযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্টের Improving Peaceful Coexistence Project-এর উদ্দ্যোগে আগষ্ট মাস ব্যাপি উখিয়া ও টেকনাফের ২টি স্কুল, ১টি মাদ্রাসা ও ১ টি কলেজে মোট ১২ টি সেশন পরিচালনা করা হয়। প্রতিষ্ঠান গুলো হলো: আলি আচিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, হ্নীলা উচ্চ বিদ্যালয়, কাঞ্জরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং রঙ্গীখালী মহিলা মাদ্রাসা।

অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণী থেকে আলাদাভাবে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রতিটি সেশন গঠিত হয়। অংশগ্রহনকারী সকলকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব এবং শরনাথীর সংজ্ঞা, বলপূর্বক বাস্তুচুত মায়ানমার নাগরিকদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক দৃষ্টিকেন থেকে আমাদের করণীয় নামক দুইটি শিরোনামে লিফলেট প্রদান করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে Improving Peaceful Coexistence Project-এর প্রতিনিধি সেশন পরিচালনা শুরু করেন। সেশনের শুরুতে অনুষ্ঠান সম্পর্কে সর্বপরি বর্ণনা, কোস্ট ট্রাস্টের পরিচিতি ও প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষকদেরকে তাদের মতামত পেশ করার জন্য আহ্বান করা হয়। শিক্ষার্থীদের থেকে কয়েকজন পর্যায় ক্রমে লিফলেট দুটি পড়ে শুনায় এবং উপস্থাপক সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

সেশনের শেষের দিকে আমাদের দেশে রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত উচিৎ। আমাদের সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিৎ যেখানে সকলের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। উক্ত সেশন গুলো শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা রেহিঙ্গাদের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমের মান উন্নয়নে ২৫ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী ও মানবাধিকার বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ

টেকনাফের হ্নীলা উচ্চবিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী হস্তান্তরকালীন মুহূর্তে

ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় এনজিও সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প'-এর উদ্যোগে কক্সবাজার সদর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ২৫ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী ও মানবাধিকার বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক,ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিচালনা পরিষদের সদসদের উপস্থিতিতে খেলার সামগ্রী ও মানবাধিকার বিষয়ক পুস্তিকাসমূহ হস্তান্তর করা হয়।খেলার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছেঃ ক্রিকেট ব্যাট, স্ট্যাম্প, প্যাড, ক্রিকেট বল, গ্লাভস, কেরম সেট, দাবা সেট, লাফানোর দড়ি এবং ফুটবল। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক,ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ আশা প্রকাশ করেন, কোস্ট ট্রাস্টের এমন উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের মান বাড়াবে এবং তাদের সুস্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশে অবদান রাখবে।

২০১৯ খ্রিঃ আগস্ট মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহঃ

ক্রম	কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সেসন পরিচালনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬	৪
০২	পরিচালিত সেসন সংখ্যা	১২	১২
০৩	খেলার সামগ্রী ও মানবাধিকার বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ	২৫	২৫
০৪	সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ	১	১

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ফোনঃ০৩৪১-৬৩১৮৬,ফ্যাক্সঃ০৩৪১-৬৩১৮৯,
মোবাইলঃ০১৭১৩-৩২৮৮২৭

ই-মেইলঃjahangir.coast@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.coastbd.net